মুখতাসার সহীহ আল-বুখারী

হাদিস নাম্বারঃ ৫৫৫ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১০৪৪]

১৬. কিতাবুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণের বর্ণনা) (كتاب الكسوف)

পরিচ্ছেদঃ সূর্যগ্রহণের সময় সাদকাহ করা

باب الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

আরবী

ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بِالنَّاسِ ،فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

বাংলা

৫৫৫) আয়েশা (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে একদা সূর্যগ্রহণ হলে তিনি লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে লম্বা কিয়াম করলেন। তারপর লম্বা করে রুকূ করলেন। পুনরায় দাঁড়িয়ে লম্বা কিয়াম করলেন। তবে প্রথমবারের চেয়ে কম দেরী করলেন। তিনি পুনরায় রুকূ করলেন। তবে প্রথম রুকূর চেয়ে এবার রুকূ সংক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর প্রথম রাকআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে নামায শেষ করলেন। ইতিমধ্যেই সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর গুণগান বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্ম গ্রহণের কারণে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়না। যখন চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখ তখন আল্লাহর কাছে দু'আ কর, তাকবীর পাঠ কর, নামায আদায় কর এবং সাদকা কর। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ‘‘হে উম্মাতে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর কোন বান্দা

বা বান্দীর ব্যভিচারে আল্লাহর চেয়ে অধিক ক্রোধান্বিত ও আত্মসম্ভ্রমী আর কেউ হতে পারেনা। হে উম্মতে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী”।

English

To give Sadaqa during the eclipse

Narrated `Aisha:

In the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) the sun eclipsed, so he led the people in prayer, and stood up and performed a long Qiyam, then bowed for a long while. He stood up again and performed a long Qiyam but this time the period of standing was shorter than the first. He bowed again for a long time but shorter than the first one, then he prostrated and prolonged the prostration. He did the same in the second rak`a as he did in the first and then finished the prayer; by then the sun (eclipse) had cleared. He delivered the Khutba (sermon) and after praising and glorifying Allah he said, "The sun and the moon are two signs against the signs of Allah; they do not eclipse on the death or life of anyone. So when you see the eclipse, remember Allah and say Takbir, pray and give Sadaqa." The Prophet then said, "O followers of Muhammad! By Allah! There is none who has more ghaira (selfrespect) than Allah as He has forbidden that His slaves, male or female commit adultery (illegal sexual intercourse). O followers of Muhammad! By Allah! If you knew that which I know you would laugh little and weep much.

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আলোকিত প্রকাশনী বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=89853

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন